যায়যায়দিন

তারিখ ..11 OCT 2009...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

যায়যায়দিন ১১ অক্টোবর ২০০৯ রোববার

উপবৃত্তির টাকা পায়নি ১৮ লাখ ছাত্রী

এম মামুন হোসেন

মাধ্যমিক স্তরের ১৮ লাখ ছাত্রী ১০ মাস ধরে এফএসএসপি প্রকল্পের উপবৃত্তির টাকা পায়নি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গরিব মেধাবী ছাত্রীরা উপবৃত্তির টাকা জুলাই মাসের শুরুতে পাওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা তাদের হাতে পৌঁছেনি। সময়মতো উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ায় সরকারের বৃত্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য ভেস্তে গেছে। এদিকে এ প্রকল্পে প্রেষণে কর্মরত ১৪ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) কর্মকর্তা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারের নারী শিক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৯৪ সালে এ উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়। এ বছর দেশের ৩০২টি উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য ১৮ লাখ ছাত্রী। অধ্যয়নরত ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ, বাল্যবিয়ে বন্ধে ছাত্রীদের উপবৃত্তির আওতায় নগদ অর্থ এবং তাদের স্কুলের টিউশন ফি প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ১৫০ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ১৮০, অষ্টম শ্রেণীর ২১০ এবং নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের নগদ ৩৬০ টাকা হারে জানুয়ারি থেকে জুন ও জুলাই থেকে ডিসেম্বর-বছরে এ দুই ধাপে উপবৃত্তির টাকা দেয়া হয়। উপবৃত্তির আওতায় ছাত্রীদের স্কুলের বেতন বাবদ স্কুল কর্তৃপক্ষকে টিউশন ফি দেয়া হয়। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি ৫৫০ টাকা উপবৃত্তি দেয় সরকার।

উপবৃত্তির সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন দশম শ্রেণী পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে এবং এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত ছাত্রীটিকে বিয়ে দেয়া হবে না- অভিভাবককে এ ধরনের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হয়। ঢাকার ধামরাই উপজেলার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক জানান, এ প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ায় বাল্যবিয়ে এবং ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। তবে এ বছর ছাত্রীরা বৃত্তির টাকা না পাওয়ায় অভিভাবকরা এসে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করছেন। আমরাও এর সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারছি না। মোট স্কুল দিবসের অন্তত ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত এবং বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে অন্তত ৪৫ শতাংশ নাম্বারপ্রাপ্ত ছাত্রীরা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। এ জন্য ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতি হার, এবং পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক বলে তিনি জানান।

'লেখাপড়া হামার গরিবের নয় বাহে, বড়নোকের'

'লেখাপড়া হামার গরিবের নয় বাহে, বড়নোকের'- উপবৃত্তির টাকায় স্কুলের বেতন পরিশোধ করতে না পারা রংপুরের পীরগাছা উপজেলার এক ছাত্রীর অভিভাবক আবদুল মান্নান তার অভিব্যক্তি এভাবেই ব্যক্ত করেন স্থানীয় সংবাদদাতার কাছে। আমাদের গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা সংবাদদাতার কাছে বরাব উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক জানান, এলাকার অধিকাংশ পরিবার নিম্নশ্রেণীর ও খেটে খাওয়া মানুষ, তারা মেয়েদের জন্য দেয়া উপবৃত্তির টাকায় পড়ালেখার খরচ চালায়, উপবৃত্তির সহযোগিতা না পেলে স্কুলে ছাত্রীর উপস্থিতি অর্ধেকে নেমে আসতে পারে।

উপজেলার উত্তর লস্করচালা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন বলেন, মেয়েদের উপবৃত্তি দেয়ার পর ছাত্রীদের শিক্ষার হার বেড়েছে, স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, দরিদ্র বাবা-মায়েরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

অভিভাবক আমিনুল ইসলাম জানান, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে খাওয়া-দাওয়াই যেখানে কষ্টকর সেখানে বই, খাতা, কলম, স্কুলে যাওয়া-আসার খরচ কি করে চালাই?

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আয়েশা আক্তার জানায়, উপবৃত্তির টাকা পড়ালেখা চালাতে বাবা-মায়ের অনেক সহযোগিতা করতো, না পেলে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে।

বরিশাল সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক রঞ্জন পুরকায়স্থ বলেন, সারা দেশে বর্তমানে এ উপবৃত্তিটি বন্ধ আছে। উপবৃত্তির নীতিমালা একনেকে অনুমোদন হয়নি। তিনি জানান, হঠাৎ উপবৃত্তি দেয়া বন্ধের কারণ সম্পর্কে স্কুলের শিক্ষকরা প্রায়ই জানতে চান।

এদিকে এ প্রকল্পে প্রেষণে কর্মরত ১৪ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) কর্মকর্তা গত তিন মাস বেতন পাচ্ছেন না। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, কর্তৃপক্ষের হেঁয়ালিপনার কারণে বেতন-বোনাস না পেয়ে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এফএসএসপি প্রকল্প পরিচালক আফজাল হোসেন জানান, আমি নিজেও তিন মাস ধরে বেতন-বোনাস পাচ্ছি না। মন্ত্রণালয় প্রকল্পের অর্থ ছাড় না হওয়ায় ছাত্রীরা এখনো উপবৃত্তির টাকা পায়নি। প্রকল্পটি বর্তমানে একনেকের বিবেচনাধীন বলে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত। তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি ভালো বলতে পারবেন।